অধ্যাপক লোকেশ চন্দ্র ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশানসের সপ্তদশ প্রেসিডেন্ট নিযুকতো হলেন

ভারতের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক লোকেশ চন্দ্রকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশানসের সপ্তদশ প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করলেন।২৭ অকটোবর ২০১৪ থেকে তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ হবে তিনবছরের। তিনি ডঃ করণ সিং-এর স্থলাভিষিকতো হলেন। ডঃ সিং গত ১৮ আগস্ট ২০১৪ পদত্যাগ করেন।

এশিয়া সংস্কৃতির উপরে প্রথম সারির গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ ইন্ডিয়ান কালচার সংস্থারও অধ্যাপক চন্দ্র সম্মানীয় অধিকর্তা পদে আসীন । অতীতে ভারতীয় ইতিহাস পরিষদের চেয়ারম্যান, ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান এবং ১৯৭৪-৮০ ও ১৯৮০-৮৬ সাল পর্যন্ত দুবার রাজ্যসভার সাংসদ সহ বিভিন্ন সম্মানীয় পদ অলংকৃত করেছেন। শিক্ষাজীবনে এবং গণসম্ভাষণে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ করে ভারত সরকার ২০০৬ সালে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মান পদ্মভূষণে সম্মানিত করেন।

ভারত ও বিস্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রবাহ বিষয়ে গবেষণা অধ্যাপক চন্দ্রর মহতী কর্মকান্ড। পশ্চিমের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সংগে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বর অংশীদারি থেকে শুরূ করে তিনি সাইবেরিয়ার বুয়ার্াতিয়া,মঙ্গোলিয়া,মধ্য এশিয়া,তিব্বত.চিন,কোরিয়া জাপান,কাম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার শিল্পকলা,ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি মুল্যবোধ ভিত্তিক জীবনবোধের ধর্মনিরপেক্ষ ও মহিমান্বিত বোধকে সমৃদ্ধ করতে বিস্বের সংস্কৃতির অভিন্ন পরিপূর্ণতায় বিস্বাসী।

৫৯৬ টি গ্রন্থাবলী ও রচনা করেছেন তিনি। এই সব চিরন্তন গ্রন্তের মধ্যে রয়েছে তিবেতিয়ান-সংস্কৃত অভিধান,তিবেতিয়ান সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান,তিব্বতের বৌদ্ধ মুর্তিশিল্প এবং কড়িখন্ডে রচিত বৌদ্ধ শিল্পকলার অভিধান। অধ্যাপক লোকেশ চন্দ্র ইউরোপ,এশিয়া এবং রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন।

১৯২৭ সালে হরিয়ানার আম্বালায় এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়।পিতা অধ্যাপক রঘু বীরা একজন আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিদ্বান ও চিন্তাবিদ বলে সুবিদিত।এশিয়ার সংস্কৃতি ও ভারতের ভাষাসংকরান্ত বিবর্তনের বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী অবদান রয়েছে।

লাহোরের পাঞ্জাব বিস্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক চন্দ্র ১৯৪৭ সালে স্নাতোকত্তর(এম এ) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে আটরেচ্ট বিস্ববিদ্যালয়(নেদারল্যান্ড) নব্য আবিষ্কৃত পুঁথির সাহায্যে সামবেদের জায়মিনিয়া ব্রাম্ভণার গাভামাইয়ানা অংশের গুরূত্বপূর্ণ সম্পাদনার জন্য সাহিত্য ও দর্শনে ডকটোরেট উপাধিতে ভুষিত করে।

অধ্যা পকচন্দ্রহিন্দি,পালি,সংস্কৃত,আভেস্তা,প্রাচীণফারসি,জাপানি,চিনা,তিব্বতি,

মঙ্গোলিয়ান,ইন্দোনেশিয়ান,গ্রীক,লাটিন,জার্মান,ফরাসি ও রূশ সহ বিভিন্ন ভাষা য় দক্ষ।

তাঁর নিযুকতি আইসিসিআরের অতীতের গৌরবজ্জ্বল প্রেসিডেন্টের ধারাবাহিকতা বলেই স্বীকৃত হবে। যাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের সংস্কৃতির দূত হিসাবে খ্যাত ।

নয়াদিল্লি

৩০ অকটোবর